দৈনিক সংবাদ

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 14 MAY 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

২৬

চট্টগ্রাম বাণিজ্য কলেজে বোমাবাজি ও গোলাগুলির পরে আবার বন্ধ ঘোষণা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

চট্টগ্রাম, ১৩ই মে।--প্রায় দেড় মাস বন্ধ থাকার পর চট্টগ্রাম সরকারী বাণিজ্য কলেজ আজ খোলার পর পরই ব্যাপক বোমাবাজি ও গোলাগুলীর প্রেক্ষিতে ২১শে মে পর্যন্ত কলেজের সকল ক্লাস স্থগিত রাখা হয়েছে।

গত ২৮শে মার্চ ছাত্র সংসদ নির্বাচনের প্রচারণার সময় প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সংঘর্ষে ১ জন নিহত হয়। এ অবস্থায় পরিস্থিতির অবনতির প্রেক্ষিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

(৭-এর পাতায় দেখুন)

বাণিজ্য কলেজ

(১ম পাতার পর)

আজ সকালে কলেজ শুরু হওয়ার অল্পক্ষণ পরেই একদল বহিরাগত বোমা ফাটাতে ফাটাতে কলেজে ঢুকে পড়ে এবং এলোপাতাড়ি গুলীবর্ষণ করে। এ সময় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ৩ জন কর্মী আহত হয়।

কলেজ কর্তৃপক্ষ ২১শে মে পর্যন্ত কলেজের সকল ক্লাস স্থগিত রেখেছেন।

এদিকে রমজান ও ঈদের ছুটির পর আজ চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ ও মহসীন কলেজ এবং শিবিরের সন্ত্রাসের কারণে অনির্দিষ্টকাল বন্ধ থাকার পর কমার্স কলেজ খোলা হয়।

সকাল ৯টায় শিবির কর্মীরা চট্টগ্রাম কলেজ ও মহসীন কলেজে সংগ্রাম পরিষদের কর্মীদের ওপর হামলা চালায় এবং কয়েকজনকে মারধর করে।

পুলিশ জানিয়েছে, তিনটি কলেজে সংঘর্ষ প্রায় ২ ঘন্টা ধরে চলে। এতে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ২০ জন কর্মী আহত হয়। সংঘর্ষের কারণে শহরে এখনো উত্তেজনা বিরাজ করছে।

গণপিটুনিতে ১জন নিহত

চট্টগ্রাম উত্তর জেলা ছাত্র লীগের (সু-র) সাধারণ সম্পাদক ফখরুদ্দিন মো: বাবর হত্যার একজন আসামী আজ গণপিটুনিতে মারা গেছে।

১১ই এপ্রিল বাবরকে হত্যা করা হয়। এ ব্যাপারে ৫ জনকে গ্রেফতার করা হলেও সুনির্দিষ্ট আসামী ১০ জনকে এখনও গ্রেফতার করা হয়নি। এই ১০ জনের অন্যতম আবুল কালামকে আজ রাউজানে বিক্ষুব্ধ জনগণ তার বাড়ী থেকে বের করে আনে। জনতার বেধড়ক মারে তার মৃত্যু হয়।